যুগান্তর

তারিখ 22 DEC 2006
পৃষ্ঠা ৪২ কলাম ৮

যশোরের ভবদহ জলাবদ্ধ এলাকায় ৩৫ হাজার ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

যশোর ব্যুরো

যশোর জেলার অভিশপ্ত ভবদহ জলাবদ্ধ এলাকার ১২৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩৫ হাজার ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে ২০০০ সালে অনুষ্ঠিতব্য অন্তত দুই হাজার এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থী রয়েছে। জলাবদ্ধতার ছোবলে পর্যুদস্ত কৃষি পরিবারগুলোর কেউ কেউ জমি বন্ধক রেখে কিংবা সহায়সম্পত্তি বিক্রি করে এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার্থীর বোর্ড ফি জমা দিতে সক্ষম হলেও এখনও অনেকে জরিমানাসহ ফরম পূরণ করার জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা চালাচ্ছেন। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, যশোরের কেশবপুর, মনিরামপুর ও অভয়নগর উপজেলার অধিকাংশ এলাকায় স্থানীয় জলাবদ্ধতার কারণে জনজীবনের পাশাপাশি কৃষি, ব্যবসা ও শিক্ষাক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। এসব এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বছরের অধিকাংশ সময় জলাবদ্ধ অবস্থায় থাকে। আর এ কারণে ব্যাহত হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া। জলাবদ্ধ তিন উপজেলার ক্ষতিগ্রস্ত ১২৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩৫ হাজার ছাত্রছাত্রীর সামনে এখন শুধুই অন্ধকার। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ৭ হাজার উচ্চ শিক্ষার্থী রয়েছে। অন্যরা হচ্ছে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের। ভবদহ পানি নিষ্কাশন সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক বৈকুণ্ঠ বিহারী রায় জানান, তারা যশোরের জলাবদ্ধ এলাকার এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের পরিবারগুলোর আর্থিক অবস্থা জরিপ করেছেন। এর মধ্যে মনিরামপুর উপজেলার কুলটিয়া, নেহালপুর, মনোহরপুর, হরিদাসকাটি, দুর্বাস্থা, অভয়নগর উপজেলার চলশিয়া, পায়রা, প্রেমবাগ, সুন্দলী, কেশবপুর উপজেলার সদর, সুফলাকাঠি, পাঁজিয়া, মঙ্গলকোট ও বিদ্যানন্দকাটিসহ আরও কয়েকটি ইউনিয়নের মানুষ চরম দুর্দশার মধ্যে রয়েছে। জলাবদ্ধতার শিকার অভয়নগর এলাকার প্রায় ৩০০ এসএসসি পরীক্ষার্থীর ফরম পূরণের জন্য পরিবারের সদস্যদের ধারদেনা ও সহায়সম্পত্তি বিক্রি করতে হয়েছে। নওয়াপাড়া ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক ওহেদুজ্জামান লনি জানান, শুধু এসএসসি পরীক্ষার্থী নয়, জানুয়ারি মাসে এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের ফরম পূরণের ক্ষেত্রেও এ ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। স্থানীয় এক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রভাত কুমার জানান, তার স্কুলের তপতী দেবনাথ ও সুচিতা কর্মকারসহ অনেক এসএসসি পরীক্ষার্থী ধারদেনা এবং গরু-ছাগল বিক্রি করে বোর্ড ফি সংগ্রহ করেছে। জলাবদ্ধতার শিকার অনেক উচ্চ শিক্ষার্থীর জীবনেও অন্ধকার নেমে এসেছে। যশোর সরকারি এমএম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের দর্শন চতুর্থ বর্ষের ছাত্র প্রশান্ত মণ্ডল, ৩য় বর্ষের সন্ধ্যা মণ্ডল ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান দ্বিতীয় বর্ষের স্বপ্না রায়ের মতো অনেকেই শিক্ষাজীবন নিয়ে শংকিত। এদিকে পানি নিষ্কাশন সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, তারা সরকারসহ কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাছে এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য সাহায্যের আবেদন করেও কোন সাড়া পাননি। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া টেক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীদের সংগঠন দৃষ্টিপাত ভবদহের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছে। দৃষ্টিপাতের উদ্যোগে বুয়েট ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ২৩ ডিসেম্বর ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মানববন্ধনের কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। দৃষ্টিপাতের পক্ষ থেকে এসএম সাজেদুল হাসান নাসিম জানিয়েছেন, এসএমএসের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। যে কোন মোবাইল থেকে 'VoBo' 2233 নম্বরে এসএমএস পাঠানো যাবে।

যুগান্তর
কেশবপুরে (যশোর) জলাবদ্ধ অঞ্চলে এখনও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পানিতে নিমজ্জিত। ছবিটি ময়নাপুর গ্রাম থেকে তোলা